শবে বারাআতের ইবাদত

শবে বারাআতের ইবাদত হলো- নফল ইবাদত। নফল নামায, জিকির আজকার, তিলাওয়াত, দরুদ শরীফ, মিলাদ শরীফ, কবর যিয়ারত- ইত্যাদি নেক কাজের মাধ্যমে রাত্র জাগরণ করে আল্লাহর দরবারে আগামী এক বৎসরের সৌভাগ্য প্রার্থনা করা ও বিগত দিনের গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা- এই রাতের প্রধান কাজ। বাংলাদেশে এবং মক্কা শরীফেও শবে বারাআতের রোজা উপলক্ষ্যে হালুয়া রুটি তৈরী করে ঘরে ঘরে, মসজিদে, মাদ্রাসায়, এতিমখানায় বিলায়। এটা শরিয়তে বৈধ এবং ইসলামী শরিয়তের একটি বৈধ প্রথা ও অনুষ্ঠান। ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে এগুলো প্রচলিত। সুতরাং এগুলোকে বেদআত বলার অর্থ হলো- প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে পুনরায় বিতর্কিত করে তোলা এবং মানুষের মনে ইসলামী রীতিনীতি সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করা। সৌদী সরকার ও তার এদেশীয় এজেন্টরা শবে বরাত, শবে কদর, আশুরা, মেরাজ ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে বিতর্ক ও সন্দেহের জন্ম দিচ্ছে।

নিম্নে কিছু ইবাদতের নিয়ম লিখা হলো-

১। শবে বরাতে মাগরিবের পর এই নিয়তে গোসল করা যে, পাক পবিত্র শরীরে সারারাত ইবাদত করবো। ইহা অতি উত্তম। তা না পারলে শুধু ওযু করে দু'রাকআত নফল নামায আদায় করবে। প্রতি রাকআতে একবার সুরা ফাতেহা, তিনবার সুরা ইখলাস পাঠ করবে। এরপর দরুদ শরীফ ১১ বার পাঠ করে এভাবে মুনাজাত করবে-

اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَ اِسْمِىْ فِىْ دِيْوَانِ
الْاَشْقِيَاءِ فَامْحُهُ وَاِنْ كَتَبْتَ اِسْمِىْ فِىْ دِيْوَانِ
السُّعَدَاءِ فَاَثْبِتْهُ- يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ তুমি যদি আমার নাম দূর্ভাগ্যবানদের দফতরে লিখে থাক- তাহলে দয়া করে মুছে ফেলো। আর যদি ভাগ্যবানদের দফতরে লিখে থাক- তাহলে ঠিক রাখ। এরপর আয়াত শরীফ খানা তিলাওয়াত করবে।

২। ইশার নামায বিত্‌র সহ আদায় করে নেবে- যাতে ফরজ ওয়াজিব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। পরে নফল নামায শুরু করবে। তাফসীরে সাভী সুরা দুখানে ১০০ রাকআত নফল

নামাযের উল্লেখ আছে-

مَنْ صَلّٰى فِيْهَا مِائَةَ رَكْعَةً اَرْسَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَيْهِ مِائَةَ مَلَكٍ ثَلَاثُوْنَ يُبَشِّرُوْنَهُ بِالْجَنَّةِ- وَثَلَاثُوْنَ يُؤْمِنُوْنَهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ ثَلَاثُوْنَ يَدْفَعُوْنَ عَنْهُ اٰفَاتِ الدُّنْيَا- وَعَشَرَةٌ يَدْفَعُوْنَ عَنْهُ مَكَائِدَ الشَّيْطَانِ-

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি এই রাত্রে একশত রাকআত নফল নামায আদায করবে, আল্লাহ তায়ালা তার কাছে একশত ফেরেস্তা প্রেরণ করবেন। তন্মধ্যে ত্রিশজন ফেরেস্তা তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনাবেন, ত্রিশজন ফেরেস্তা তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে নিরাপত্তার বাণী শুনাবেন, ত্রিশজন ফেরেস্তা তাকে দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং দশজন ফেরেস্তা তাকে শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করবেন।

৩। হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহুর গুনিয়াতুত ত্বালেবীন গ্রন্থে উল্লেখ আছে- যারা বছরের পবিত্র রাত্রিগুলোতে ১০০ রাকআত ছালাতুল খায়র (হাম্বলী মাযহাব মতে বা / জামায়াতে) আদায় করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য আট বেহেস্তের দরজা খুলে দেবেন এবং সাত দোজখের দরজা বন্ধ করে দেবেন। এ নামায দু রাকআত করে নিয়ত করতে হবে। প্রতি রাকআতে আলহামদু একবার এবং কুলহুয়াল্লাহ ১০ বার করে পড়বে। এভাবে ৫০ নিয়তে ১০০ রাকআত আদায় করবে। (হানাফী মাযহাব মতে ঘোষণা দিয়ে আয়োজন করে (তাদায়ী) জামায়াতের সাথে নফল নামায বা তাহাজ্জুদ অথবা কিয়ামুল লাইল পড়া মাকরূহ তাহরীমী।

৪। ১০০ রাকআত পড়া সম্ভব না হলে যতটুকু সম্ভব আদায় করবে। আর তাও না পারলে প্রতি রাকআতে একবার আলহামদু ও তিনবার কুলহুয়াল্লাহু দিয়ে নফল নিয়তে যত ইচ্ছা আদায় করতে থাকবে। মাঝে মাঝে দরুদ শরীফ পড়বে। মসজিদের ইমাম সাহেব সকলকে নিয়ে পুরা রাত্রির প্রোগ্রাম তৈরী করলে সুন্দর হয়। কিছু সময় নামায, কিছু সময় মিলাদ কিয়াম, কিছু সময় জিকির আজকার, কিছু সময় যিয়ারতের সুযোগ দান- ইত্যাদি কর্মসূচী তৈরী করে নিতে পারেন। বেশী বেশী দরূদ শরীফ পড়া উত্তম। ফেরেস্তা সাক্ষী হবেন।